রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ১৩, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৯ শ্রাবণ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/১৩ আগস্ট ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং-৪০ (মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৭ শ্রাবণ ১৪১৫, বাং মোতাবেক ১১ আগস্ট, ২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

২০০৮ সনের ৪০ নং অধ্যাদেশ

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৩০ জুন, ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

২। **১৯৯০ সনের ৩৬ নং আইনে নতুন ধারা ২১ক এর সন্নিবেশ।**—ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ২১ এর পর নিম্নরূপ নতুন ধারা ২১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"**২১ক।—কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ (undertaking) কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের অন্য কোন বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন চুক্তির মাধ্যমে ইহার উদ্যোগ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিবন্ধিত কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর, অতঃপর এই ধারায় কোম্পানী বলিয়া উল্লিখিত, নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরিত হইবার সংগে সংগে কর্তৃপক্ষ বিলুপ্ত, অতঃপর এই ধারায় বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষ বলিয়া উল্লিখিত, হইবে এবং উক্তরূপ হস্তান্তর ও বিলুপ্তি সম্পর্কিত তথ্য সরকার, যথাশীঘ্র, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কর্তৃপক্ষ বিলুপ্ত হইবার সংগে সংগে—

(ক) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যথাক্রমে, কোম্পানীর ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন মামলা বা সূচীত কোন আইনগত কার্যধারা কোম্পানী কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বা সূচীত আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985 (Ord. No. XXIV of 1985) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উদ্বৃত্ত (surplus) কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তাহাদের ক্ষেত্রে উক্ত Ordinance এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে ;

(ঘ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের পেনশন ভোগরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা, ক্ষেত্রমত, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯০ এর বিধানাবলী এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উক্ত কর্তৃপক্ষ বিলুপ্ত হয় নাই এবং তাহাদের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত, কর্তৃপক্ষের অধীন প্রাপ্য পেনশন, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিসহ অন্যান্য পাওনা ও সুবিধাদি, যদি থাকে, অব্যাহত থাকিবে; এবং

(ঙ) দফা (ঘ) এর অধীন পেনশন, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিসহ অন্যান্য পাওনা ও সুবিধাদি প্রাপ্তির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পেনশন ভোগরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা, ক্ষেত্রমত, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে ন্যস্ত হইবেন এবং তাহাদের যাবতীয় পাওনা ও সুবিধাদি কোম্পানী পরিশোধ করিবে।

(৪) এই ধারার অধীন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরিত হইবার পূর্বে যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃপক্ষের চাকুরী হইতে পদত্যাগ করেন বা অন্য কোনভাবে অব্যাহতি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার কোন পাওনা থাকিলে উহা কোম্পানী পরিশোধ করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঙ) এবং উপ-ধারা (৪) এর অধীন পেনশন, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিসহ অন্যান্য পাওনা ও সুবিধাদি প্রদান বা পরিশোধের ক্ষেত্রে কোম্পানী এমন কোন নীতি, পদ্ধতি বা বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে পারিবে না, যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি, পদ্ধতি বা বিধি-বিধান অপেক্ষা অসুবিধাজনক হয়।

(৬) এই ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ হস্তান্তর, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধ বা অন্য কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা বা অসংগতি দেখা দিলে উহা দূরীকরণার্থ সরকার, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় "উদ্যোগ" অর্থে কর্তৃপক্ষের সকল ব্যবসা, প্রকল্প, স্কীম, শেয়ার, সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, লাইসেন্স, কর্তৃত্ব এবং সুবিধাদি, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, রিজার্ভ ফান্ড, পেনশন ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিনিয়োগ, জমা, দেনা এবং যে কোন দায় ও ঋণ অন্তর্ভুক্ত হইবে।"।

তারিখ ঃ ২৭ শ্রাবণ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ / ১১ আগস্ট ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল
সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।